তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪৪

**করোনাকালীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি**

**বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

করোনা ভাইরাস মহামারিজনিত সংকটে সারা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। এ সংকটকালীন সময়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাংলাদেশের সকল মাধ্যমের শিল্পীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করার অভিপ্রায়ে দেশের সকল মাধ্যমের শিল্পীদের নিয়ে ‘Art Against Corona’ শীর্ষক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী কবিতা, চলচ্চিত্র, অভিনয়, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্যসহ সকল মাধ্যমের শিল্পীদেরকে নিয়ে অনলাইনে অনুষ্ঠান আয়োজন অব্যাহত আছে।

করোনা মহমারির পরিস্থিতির শুরু থেকেই নিজস্ব ব্যবস্থায় ঢাকাসহ সকল জেলায় ত্রাণ বিতরণ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত অসচ্ছল শিল্পীদের ভাতা প্রদানে সহযোগিতা করাসহ শিল্পীদের নিয়ে জেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। একইসাথে একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিদিন বিকাল ৫টায় দেশের বরেণ্য ও বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে অনলাইনে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। নিয়মিত এই আয়োজনে এ পর্যন্ত তিন শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও বিশেষ বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং ক্ষৃদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের শিল্পীদের পরিবেশনা নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় ২ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে। যেখানে প্রতিদিন ১০-১৫ হাজার দর্শক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। করোনা ভাইরাস মহামারিজনিত সংকটকালীন সময়ে মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে পৌঁছে দিতে একাডেমি ইতোপূর্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ধারণকৃত ভিডিও সম্প্রচারের ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রয়াত মনীষীদের জীবন ভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রচার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প অবলম্বনে নির্মিত চারটি চলচ্চিত্র রাজপুত্তুর, ডাকঘর, মাধো ও বিশ্বম্ভর বাবুর দায় নিয়ে উৎসব আয়োজন, পুতুলনাট্য উৎসব আয়োজন, নজরুল জয়ন্তীতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার, বিশ্ব সংগীত দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও শিশু শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান, ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান বর্ষামঙ্গল, প্রবীণদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদের বিশেষ আয়োজনসহ আগস্ট মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মাসব্যাপী ‘শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সচেতনতামূলক প্রচারণার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৪ জন বিশিষ্ট শিল্পী ও নাট্য ব্যক্তিত্বের করোনা ভাইরাস সতর্কীকরণ ভিডিও নির্মাণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একাডেমি কর্তৃক নির্মিত বিশিষ্ট মনীষীদের জীবন ভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রচারিত হয়েছে।

এছাড়াও করোনা মহামারির শুরু থেকে একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুইদিনের বেতনের সমপরিমান অর্থ দিয়ে ঢাকায় ৫০০ অসচ্ছল পরিবারকে খাদ্য সহযোগিতা করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় এবং অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

#

ফয়সল/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪৩

**ঈদের আগে শ্রম পরিস্থিতি যে কোন সময়ের চেয়ে সন্তোষজনক**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

ঈদ উপলক্ষে শ্রমিকদের বেতন বোনাসের বিষয়ে গার্মেন্টসসহ সকল প্রকার শিল্প খাতের শ্রম পরিস্থিতি যে কোন সময়ের চেয়ে সন্তোষজনক।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সার্বিক শ্রম পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এক বিবৃতিতে ঈদের আগে শ্রম পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ঈদের আগের নিদিষ্ট সময়ে শ্রমিকদের প্রতিশ্রুত বেতন বোনাস প্রদান করায় মালিকদের ধন্যবাদ জানান। প্রতিমন্ত্রী মালিক-শ্রমিক সকলকে ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি করোনা দুর্যোগময় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজেদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে কর্মস্থল ত্যাগ না করতে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব কে এম আব্দুস সালাম বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমাদের দু'টি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং মালিক-শ্রমিকদের সমন্বয়ে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়। সারা দেশে গঠিত ২৩টি কমিটি আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। ঈদের আগে শ্রম পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে মালিক শ্রমিক সবাই আন্তরিক।

ঈদের আগে বেতন-বোনাস বিষয়ে শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায় জানান অন্য যে কোন ঈদের চেয়ে এ বারের ঈদুল আজহার আগে বেতন বোনাস নিয়ে শ্রম অসন্তোষ নেই বললেই চলে। সারা দেশে বিশেষ করে শ্রমঘন শিল্প এলাকা ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে দু'চারটে কারখানায় শ্রম অসন্তোষের আশংকা থাকলেও আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করেছেন এবং আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকা, গাজীপুর এবং চট্টগ্রামে তিনটি কারখানার বেতন বোনাসের সমস্যা নিয়ে তিন আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-মহাপরিদর্শকগণ মালিকদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সন্ধ্যা নাগাদ সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে চামড়া পরিবহন, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিজাতকরণের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের কেউ যাতে নিয়োগ না করে সেজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আবারও অনুরোধ করেছে। তিনি বলেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিবিড় পরিদর্শনে থাকবেন মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

#

আকতারুল/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪২

**করোনা পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য করণীয় বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত:**

**যে সকল দেশ যাত্রীদের জন্য করোনা-নেগেটিভ সনদ চাইবে, কেবলমাত্র সে সকল দেশের যাত্রীদের জন্য**

**করোনা-নেগেটিভ সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে**

**- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য বর্তমানে করোনা-নেগেটিভ সনদ বাধ্যতামূলক আছে। এই ব্যবস্থায় আংশিক সংশোধন করে যে সকল দেশ যাত্রীদের জন্য করোনা-নেগেটিভ সনদ চাইবে, কেবলমাত্র সে সকল দেশের যাত্রীদের জন্য করোনা-নেগেটিভ সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। তবে বিমানবন্দরে বিদেশগামী সকল যাত্রীর সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা জোরদার করতে হবে, এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, বিদেশগামী কর্মীদের করোনা পরীক্ষার জন্য সরকার অনুমোদিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নিকট হতে প্রাপ্ত Expression of Interest (EOI) সমূহ থেকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে পরামর্শ করে উপযুক্ততা যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করার ব্যাপারে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

করোনা ভাইরাসে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য করণীয় বিষয়ে একটি জরুরি আন্তঃমন্ত্রণালয় জুম অনলাইন সভায় সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এর সঞ্চালনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মহিবুল হক এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল মাহফুজুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, করোনা সংকট মোকাবেলায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সচেতনতা বৃদ্ধি, ত্রাণ সহায়তা, বিদেশ হতে দেশে প্রত্যাবাসনে সহায়তা এবং রিইন্টিগ্রেশনে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মানবপাঁচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ আরো বেগবান করতে হবে।

মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিদেশগামী যাত্রীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য ল্যাব প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশ ফেরত যাত্রীদের কোয়ারেন্টিনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

সভায় অন্যান্যদের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ শহিদুজ্জামান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল মান্নান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪১

**নির্মাণ কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ না হওয়ায় উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী বরখাস্ত;**

**নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

স্থানীয় সরকারের অধীন সকল নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের জোড়ালো নির্দেশের প্রেক্ষিতে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রকৌশলী টিম সারাদেশের প্রকল্পগুলি পুনঃমূল্যায়ন এবং পরিদর্শন করছে।

পরিদর্শনের অংশ হিসেবে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সুলতান হোসেন (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে মির্জাগঞ্জ উপজেলার কিসমত শ্রীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে নিম্নমানের কাজ এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার গ্রামীণ সড়ক মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিম্নমানের ও গুণগত না হওয়ায় সহকারী প্রকৌশলী মোঃ সাদ্দাম হোসেন (প্রেষণে), অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প, এলজিইডি, সদর দপ্তর, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে প্রকৌশলী টিম।

অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এর অনুমোদন পাওয়ার পর উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সুলতান হোসেন এবং সহকারী প্রকৌশলী মোঃ সাদ্দাম হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

একই সাথে কাজের যথাযথ মনিটরিং না করায় মুন্সিগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল হাসানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে বলা হয়েছে।

আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার, উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সুলতান হোসেন (চলতি দায়িত্ব) তার সাবেক কর্মস্থল পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন, কিসমত শ্রীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ স্পেসিফিকেশন মোতাবেক বাস্তবায়ন করেননি। বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে দেয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, যেকোনো সময় ভবনটি ভেঙে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে বিধায় ভবনটি ভেঙে পুনরায় নির্মাণ করা প্রয়োজন হবে।

ত্রুটিপূর্ণ ভাবে নির্মাণ কাজ করা সত্ত্বেও উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সুলতান হোসেন ঠিকাদারের সাথে পরস্পর যোগসাজশে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল প্রদান করেছেন এবং ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় এলজিইডি তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় মর্মে মোঃ সুলতান হোসেন সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

অন্যদিকে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার গ্রামীণ সড়ক মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ কাজে গুণগতমান নিশ্চিত এবং স্পেসিফিকেশন (কার্পেটিং এর থিকনেস, মাটির কাজ ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুযায়ী না করা, নিম্নমানের খোয়া ব্যবহার এং প্রটেক্টিভ ওয়ার্ক এর লোকেশন লেভেল ঠিক না থাকা ইত্যাদি) মোতাবেক কাজ না হওয়ায় সহকারি প্রকৌশলী মোঃ সাদ্দাম হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল হাসানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে বলা হয়েছে।

পৃথক প্রজ্ঞাপনে বলা হয় স্কিমসমূহের কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হওয়ায় এলজিইডি তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়াসহ সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি এবং ঠিকাদারের সাথে যোগসাজগ করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

উল্লেখিত পৃথক অভিযোগের প্রেক্ষিতে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার, উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সুলতান হোসেন (চলতি দায়িত্ব) এবং সহকারী প্রকৌশলী মোঃ সাদ্দাম হোসেন (প্রেষণে) অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) ২০১৮ এর ১২ বিধি অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

এছাড়া, নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল হাসান দায়িত্বে অবহেলা, প্রকল্পের কাজ যথাযথ মনিটরিং না করায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন এবং সরকারের অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি যা বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। উক্ত অভিযোগে নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার আদেশ দেয়া হয় প্রজ্ঞাপনে।

#

হায়দার/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪০

**প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে জনগণের কল্যাণে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে**

* শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা.  দীপু মনি বলেছেন, সরকার প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।  প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে জনগণের প্রতি সর্বোচ্চ দায়বদ্ধ থেকে  সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে।  পাশাপাশি  সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীকে  সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং  কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন  চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী যুক্ত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিকও  উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো: মাহাবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খান সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা প্রধানগণ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো: মাহাবুব হোসেন বলেন, করোনার কারণে স্বাস্থ্যখাতের মত শিক্ষাখাত ও  ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে  আমাদেরকে সততা-নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। সংস্থা প্রধানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন  এই চুক্তির মাধ্যমে আপনারা অঙ্গীকার করেছেন আগামী এক বছরে আপনারা কি কাজ করবেন। আপনারা নিষ্ঠার সাথে আপনাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবেন। এক্ষেত্রে কোনো রকমের অজুহাত আশা করছি না।  কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা সচিব মো: আমিনুল ইসলাম খান বলেন মাদ্রাসা শিক্ষা এখন মেইনস্ট্রিম শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়  এখন সবকিছুই পড়ানো হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে মেইনস্ট্রিমিং করতে হবে এবং এনরোলমেন্ট ৫০ শতাংশে উন্নিত করতে হবে। আজ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার চুক্তি হল।  তারপর মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে চুক্তি করবে।

#

খায়ের/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৯

**শুরু হচ্ছে অনলাইন নিউজপোর্টাল নিবন্ধন**

- তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

বহু প্রতীক্ষিত অনলাইন নিউজপোর্টাল নিবন্ধন শুরু হচ্ছে, জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি একথা জানান। তথ্যসচিব কামরুন নাহার, যুগ্ম সচিব এস এম মাহফুজুল হক ও মন্ত্রণালয়ের উধ্বর্তন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘অনলাইন নিউজপোর্টাল নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে সমস্ত অনলাইন নিউজপোর্টালের পক্ষে সরকার নির্ধারিত সংস্থাসমূহের অনাপত্তি পাওয়া গেছে, সেগুলো প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি পাবে। আজ (৩০ জুলাই) রাতে এ সংক্রান্ত তালিকা তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশ করা হবে।’

ড. হাছান বলেন, ‘আজ আমাদের ওয়েবসাইটে যে তালিকা আপলোড হবে, সেখানে অনেক প্রতিষ্ঠিত অনলাইনের নাম হয়তো দেখা যাবে না, তার কারণ এটি নয় যে তাদের ব্যাপারে ‘রিপোর্ট নেগেটিভ’। তাদের ব্যাপারে এখনো প্রতিবেদন না পৌঁছানোই এর কারণ। পরবর্তীতে অন্যান্য অনলাইন নিউজপোর্টালের ব্যাপারে অনাপত্তি প্রতিবেদন পাওয়ার সাথে সাথে সেগুলোকে নিবন্ধনের অনুমতি দেয়া হবে, তাই এ বিষয়ে কোনো উদ্বেগের কারণ নেই, কারো নাম বাদ পড়লেও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। কারণ সাড়ে ৩ হাজারের মধ্যে মাত্র কিছু নাম আজ আপলোড হবে। এটি চলমান প্রক্রিয়া।’

সবার আগে সংবাদ পরিবেশনের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল ও অসত্য সংবাদ পরিবেশিত হয় উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একইসাথে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সময় কিছু অনলাইন পোর্টাল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজব ছড়ানো, চরিত্র হনন এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়ার কাজে লিপ্ত হয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই তদন্ত করা হয়েছে। যারা ইতিপূর্বে এগুলো করেছেন, তাদের ব্যাপারে সেই ধরণের রিপোর্টই আসছে। যেগুলোর ব্যাপারে ‘নেগেটিভ রিপোর্ট’ আছে, সেগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যারা যে ধরণের কাজ করেছেন, সেই ধরণের রিপোর্টই আসছে। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আমরা অনলাইনগুলো রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছি।’

এই অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে অনলাইনগুলো মানুষের হাতে হাতে সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেন মন্ত্রী। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, শুধুমাত্র ডাটা খরচ করে কিম্বা ডাটা খরচ না করে যেখানে ওয়াইফাই আছে, সেখানে মানুষ সংবাদ পাচ্ছে। এটি একটি বড় ইতিবাচক দিক। এই ইতিবাচক দিকটা আমরা দেশ ও সমাজ গঠনে, সমাজের মনন তৈরিতে ও নতুন প্রজন্মকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সঠিকভাবে তৈরি করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি। সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে।

সমস্ত অনলাইন পোর্টালগুলো সম্মিলিতভাবে দেশ গঠনের জন্য কাজ করবে, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারা ইতিপূর্বে ভুল পথে হেঁটেছেন, তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবেন- এটিই আমাদের প্রত্যাশা, জাতির প্রত্যাশা।

#

মীর আকরাম/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৮

**জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশিকা প্রণয়ন**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

আগামী “১৫ আগস্ট, ২০২০ জাতীয় শোক দিবস” উপলক্ষে সকলকে নিরাপদ রাখতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি নির্দেশিকা/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সকলের অবগতির জন্য নির্দেশিকা/গাইডলাইনটি উল্লেখ করা হলো।

**শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানঃ**

: অনুষ্ঠান স্থলের প্রবেশ ও বাহির পথ পৃথক ও নির্দিষ্ট করতে হবে।

: শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্থানে একসাথে ১৫-২০ জনের বেশি মানুষ প্রবেশ করতে পারবেন না। আগত ব্যক্তিবর্গ নির্দিষ্ট দূরত্ব (৩ফুট/কমপক্ষে ২ হাত) বজায় রেখে লাইন করে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করবেন এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে বের হয়ে যাবেন। সম্ভব হলে পুরো পথ পরিক্রমাটি গোল চিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

: সমাবেশ আগত সকলের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। প্রবেশ পথে হ্যান্ডস্যানিটাইজার সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

: সর্দি, কাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে কেউ অনুষ্ঠান স্থলে প্রবেশ করবেন না।

: হাঁচি বা কাশির সময় টিস্যু, রুমাল বা কনুই দিয়ে নাক ও মুখ ঢাকতে হবে। ব্যবহৃত টিস্যু ও বর্জ্য ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ঢাকনাযুক্ত বিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং জরুরীভাবে তা অপসারনের ব্যবস্থা করতে হবে।

: স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

**আলোচনা সভা/মিলাদ মাহফিলঃ**

: জনসমাগম যথা সম্ভব কম রাখতে হবে। অনুষ্ঠান স্থল বা কক্ষের আয়তনের উপর লোকসংখ্যার উপস্থিতি নির্ধারণ করতে হবে।

: অনুষ্ঠানে আগত সকলের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক, মাস্ক ব্যতীত কাউকে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

: প্রবেশ পথে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সম্ভব না হলে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

: অনুষ্ঠানস্থলে একজন থেকে আরেকজন নির্দিষ্ট দূরত্ব (৩ফুট/কমপক্ষে ২ হাত) বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে বসার স্থানটি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

: হাঁচি বা কাশির সময় টিস্যু অথবা কনুই দিয়ে মুখ এবং নাক ঢাকতে হবে এবং ব্যবহৃত টিস্যু ও বর্জ্য নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে। জরুরি বর্জ্য অপসারনের ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।

: স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।"

#

মাইদুল/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৭

**বর্তমান সরকারের আমলে একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না**

**- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না**।** তিনি বলেন, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকেই একটি মানুষকেও যাতে না খেয়ে থাকতে না হয় সেলক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, মানুষ না খেয়ে দিনযাপন করছে, অভুক্ত আছে এ রকম একটি ঘটনাও গত ১০ বছরে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে  জনবান্ধব এ সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে ততদিন কেউ অভুক্ত থাকবে না।

মন্ত্রী আজ তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিস আয়োজিত ঈদুল আযহা উপলক্ষে গরিব ও দুস্থ পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ অনুষ্ঠানে অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মহামারি করোনার প্রকোপের শুরু থেকেই সরকার ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝেও ত্রাণসহ নানা সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মহামারি করোনার কারণে যাতে ভবিষ্যতে দেশে খাদ্য সংকট না হয়, মানুষকে যাতে অভুক্ত না থাকতে হয়, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর কৃষি মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঈদুল আযহা উপলক্ষে ধনবাড়ী উপজেলার  ৩ হাজার ৮১টি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।

এ অনুষ্ঠানে ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনার রশীদ হীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা সিদ্দিকা, পৌর মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/রবীন্দ্র/বিপু/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৬

**পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন  মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ৬টি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি আজ সচিবালয়ে  মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের প্রধানগণ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসির সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকারি কাজে গতিশীলতা আনয়ন করতে হবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, ডেল্টা প্ল্যান এবং 'রূপকল্প-২০৪১'সহ সকল পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কালবিলম্ব না করে রোডম্যাপ অনুসরণে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমুহের প্রধানদের নিজ নিজ দাপ্তরিক কাজ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদনের আহবান জানান। সুন্দরবন সুরক্ষা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সময়োপযোগী ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/মাসুম/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৫

**সাহসী পথচলায় প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে কাছের মানুষ গণমাধ্যম কর্মীরা**

**রংপুরে সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

রংপুর, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজর নেই। দেশের উন্নয়নের সাথে মানুষের ভাগ্যের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছেন। এমন সাহসী পথচলায় প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে কাছের মানুষ গণমাধ্যম কর্মীরা।

প্রতিমন্ত্রী আজ রংপুর জিলা স্কুল মিলনায়তনে করোনাকালে রংপুর বিভাগের সাংবাদিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশের সংকটময় পরিস্থিতিসহ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে  সাংবাদিকরা দেশকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। সাংবাদিকরাই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। এ দেশকে এগিয়ে নিতে সব সময় ভূমিকা রাখছেন। করোনার মতো বৈশ্বিক সংকটেও তারা লড়ছেন। এই গণমাধ্যম কর্মীদের সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসেছেন।

রংপুর জেলা প্রশাসক আসিব আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কেএম তরিকুল ইসলাম, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবদুল আলীম মাহমুদ, জেলা পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার সরকার, বিএফইউজে'র যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল মজিদ, বিএফইউজে'র নির্বাচন কমিটির সদস্য ফারুক আহমেদ তালুকদার, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাফিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মন্ডল, রংপুর প্রেসক্লাব সভাপতি রশীদ বাবু, সাধারণ সম্পাদক রফিক সরকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে রংপুরের ৪৮, দিনাজপুরের ৫৪, পঞ্চগড়ের ৩০, কুড়িগ্রামের ৩২, লালমনিরহাটের ১৮ এবং ঠাকুরগাঁও জেলার ২৯ জনসহ ২০১ জন সাংবাদিকের  প্রত্যেককে দশ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা চেক প্রদান করা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৪

**বন্যাকবলিত এলাকায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রীর নির্দেশ**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

বন্যাকবলিত এলাকায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। একইসাথে বন্যাকবলিত এলাকায় স্বাভাবিক মৎস্য ও প্রাণিজ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নে কর্মকৌশল নির্ধারণেরও তাগিদ দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এই নির্দেশ দেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে পৃথক নির্দেশনা পত্র পাঠিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মৎস্য অধিদপ্তরে পাঠানো পত্রে বন্যা পরবর্তী মৎস্য খাতের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণপূর্বক ক্ষতিগ্রগ্স্ত খামারিদের কারিগরী সহায়তা প্রদানে মাঠ পর্যায়ের মৎস্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই পত্রে বন্যা পরবর্তী মৎস্য চাষে পোনার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি- বেসরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারিদের অতিরিক্ত পোনা উৎপাদন ও মজুদ করে পরবর্তীতে ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। এ আলোকে সরকারি-বেসরকারি খামারে পোনা মজুদের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চাষকৃত মাছের সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে মৎস্য চাষি, উদ্যোক্তা ও খামারিদের পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

অপরদিকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পাঠানো পত্রে বন্যাদুর্গত এলাকায় গবাদিপশু-পাখির রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকার কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বন্যা পীড়িতদের পরামর্শ দান ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই পত্রে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহের চেকলিস্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কন্ট্রোল রুম চালু করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাণিসম্পদ খাতের সর্বশেষ চিত্র এবং বন্যাকবলিত এলাকায় গৃহীত পদক্ষেপের তথ্যাদি প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছে।

কন্ট্রোল রুম থেকে গতকাল প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বন্যাকবলিত এলাকায় মোট ১২ লক্ষ ১৯ হাজার ৬২২টি গবাদিপশু ও ৪৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৪২১টি হাঁস-মুরগী উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে। ২৪৯টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করে ৮১ হাজার ১৬৮টি গবাদিপশু ও ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৩৪টি হাঁসমুরগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে ১ হাজার ৭১৩ মেট্রিক টন গো-খাদ্য।

এছাড়াও বন্যকবলিত এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত পশু খাদ্য খাতে বাজেট বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে পত্র দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/কুতুব/মাসুম/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৩

**হাসপাতালের ৬০ ভাগ কোভিড বেড এখন খালি  
    -স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, সরকারের যথাযথ উদ্যোগের কারণেই দেশের কোভিড হাসপাতালগুলোতে এখন ৬০ ভাগ শয্যা খালি পড়ে আছে। কোভিড ডেডিকেটেড অর্ধেক আইসিইউ বেডে কোন রোগী নেই। শুরুতে পরিস্থিতি বুঝতে কিছুটা সময় লাগলেও এখন দেশের চিকিৎসাখাত কোভিড-১৯ চিকিৎসায় সঠিক অবস্থানেই রয়েছে।

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক।

হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগী সংখ্যা কম থাকা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার দ্রুত কিছু উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম দিকে কেবলমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু ছিল। এখন জেলা শহরেও সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু করাসহ প্রায় ৭০টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের টেলি মেডিসিন ব্যবস্থার মাধ্যমে শত শত চিকিৎসক অনলাইনে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন কিছু কার্যকরী চিকিৎসা সেবা কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে দেশে ধীরে ধীরে আক্রান্তের হার কমতে শুরু করেছে।

 কোভিড পরীক্ষা সংখ্যা কমে যাচ্ছে এমন এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরীক্ষা করতে মানুষের অনীহা, বন্যা দুর্যোগ ও যত্রতত্র লক্ষণবিহীন পরীক্ষা না করতেই এই হার কিছুটা কমে থাকতে পারে বলে জানান। শীঘ্রই ৩০ হাজার নার্স নিয়োগ করা হবে বলেও সভায় তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর-এর সভাপতিত্বে সভায় ৫টি দপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। দপ্তরগুলি হচ্ছে- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী চুক্তিকৃত দপ্তর প্রধানদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাইডলাইন অনুযায়ী স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

#  
  
মাইদুল/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩২

**কোরবানির পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশিকা**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

**হাট কমিটির জন্য নির্দেশনা :**

* হাট বসানোর জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কোনো অবস্থায় বদ্ধ জায়গায় হাট বসানো যাবে না।
* হাট ইজারাদার কর্তৃক হাট বসানোর আগে মহামারি প্রতিরোধী সামগ্রী যেমন-মাস্ক, সাবান, জীবাণুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। পরিষ্কার পানি সরবরাহ ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল সাবান/সাধারণ সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিরাপদ বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
* পশুর হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও হাট কমিটির সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। হাট কমিটির সকলের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করা এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
* হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশনা দিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো যেমন মাস্ক এর সঠিক ব্যবহার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্তকরণ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি সমূহ সার্বক্ষণিক মাইকে প্রচার করতে হবে।
* মাস্ক ছাড়া কোনো ক্রেতা-বিক্রেতা হাটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। হাট কর্তৃপক্ষ চাইলে বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করতে পারেন বা এর মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন।
* প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডিজিটাল পর্দায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করতে হবে।
* পশুর হাটে প্রবেশের জন্য গেট (প্রবেশপথ ও বাহিরপথ) নির্দিষ্ট করতে হবে।
* পর্যাপ্ত পানি ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পশুর বর্জ্য দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে। কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরি করা যাবে না।
* প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এক বা একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিম গঠন করে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেডিকেল টিমের নিকট শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার রাখা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজনে হাটে আসা সন্দেহজনক করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে আলাদা করে রাখার জন্য প্রতিটি হাটে একটি আইসোলেশন ইউনিট (একটি আলাদা কক্ষ) রাখা যেতে পারে।
* একটি পশু থেকে আরেকটি পশু এমনভাবে রাখতে হবে যেন ক্রেতাগণ কমপক্ষে ৩ ফুট বা ২ হাত দুরত্ব বজায় রেখে পশু ক্রয় করতে পারেন।
* ভিড় এড়াতে মূল্য পরিশোধ ও হাসিল আদায় কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
* মূল্য পরিশোধের সময় সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ানোর সময়কাল যেন কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লাইন ৩ ফুট বা কমপক্ষে ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনে রেখা টেনে বা গোল চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে।
* সকল পশু একত্রে হাটে প্রবেশ না করিয়ে, হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পশু প্রবেশ করাতে হবে।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

* প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। অবশিষ্ট ক্রেতাগণ হাটের বাহিরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করবেন। একটি পশু ক্রয়ের জন্য ১ বা ২ জনের বেশি ক্রেতা হাটে প্রবেশ করবেন না।
* অনলাইনে পশু কেনা-বেচার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
* স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সকল কাজ নিশ্চিত করতে হবে।

**ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য নির্দেশনা :**

* ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
* সর্দি, কাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে কেউ হাটে প্রবেশ করবেন না।
* শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থরা হাটে আসতে পারবেন না।
* পশুর হাটে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হবার সময় তরল সাবান/সাধারণ সাবান এবং পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।
* মূল্য প্রদান এবং হাটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কমপক্ষে ৩ ফুট বা দুই হাত দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াতে হবে।
* হাট কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

**পশু কোরবানিকালীন নির্দেশনা :**

* পশু কোরবানির সময় প্রয়োজনের অধিক লোকজন একত্রিত হবেন না এবং কোরবানির মাংস সংগ্রহের জন্য একত্রে অধিক লোক চলাফেরা করতে পারবে না।
* পশুর চামড়া দ্রুত অপসারণ করতে হবে এবং কোরবানির নির্দিষ্ট স্থানটি ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ দিয়ে ভালোভাবে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

#

ওসমানী/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮৩১

‍‍‍‍‍**বন্যায় এ পর্যন্ত ১৩ হাজার মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩১ টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরনের জন্য এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সাত হাজার ৯১৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তিন কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি চার লাখ ৪৫ হাজার টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৪৫ লাখ টাকা। গোখাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ১৮ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ ৯০ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৪০ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ দুই হাজার ২১২ প্যাকেট ।

এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মন্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নয় লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা ।

বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ। বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৫০ টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা ৯৩৬ টি। পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ১০ লাখ ৪০ হাজার ২৬৬ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৫০ লাখ ৪৪ হাজার ৫১৩ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন।

বন্যাকবলিত জেলাসমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ৫৪৮ টি।  আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৭৩ হাজার ১৭৩ জন। আশ্রয় কেন্দ্রে আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৩০১ টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে  মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮৯৩ টি এবং বর্তমানে চালু আছে ৩৭২ টি।

#

সেলিম/পরীক্ষিৎ/মাসুম/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮৩০

**বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাযের ছয়টি জামায়াত**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

আগামী ১ আগস্ট সারাদেশে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত হবে। পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে ছয়টি ঈদের নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম জামায়াত হবে সকাল ৭টায়। পরবর্তীতে সকাল ৭.৫০ মি:, সকাল ৮. ৪৫ মি:, সকাল ৯. ৩৫ মি:, সকাল ১০. ৩০ মি:, এবং সকাল ১১. ১০ মি:- এ আরো পাঁচটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে।

#

পরীক্ষিৎ/মাসুম/২০২০/১৩২২ ঘণ্টা